গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক অশালীন কর্মকাণ্ড ও মাদক সেবনের আখড়া!

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহাসিক নীলকুঠি। ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। কাজলা নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশদের নির্যাতনের সাক্ষী এই ভাটপাড়া নীলকুঠি।

প্রায় ২৭ একর জমির ওপর ২০১৭ সালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসি ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে এই পার্কটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও ধীরে ধীরে এখন এই পার্ক অপরাধকারীদের কাছে অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্কে নেই বিনোদনমূলক কোনো কিছুই। তবে এখন চলছে অসামাজিক এবং অশ্লীল কার্যকলাপ। পার্কের দায়িত্বে থাকা কয়েকজনের হাত ধরেই এই অশ্লীলতা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

সরেজমিনে জানা যায়, পার্কের মধ্যে দিনের বেলায় চলছে দেহব্যবসা এবং রাতের বেলায় চলছে মাদকসেবন। পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পার্কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে এখন কোনো পর্যটকের পদচারণা নেই। দিন দিন অপরাধকারীদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে পার্কটি।

পার্কে প্রবেশের পর দেখা যায়, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ককে জঙ্গলে ঘিরে রাখা হয়েছে। পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজের সুযোগ। স্থানভেদে সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। পার্কের মধ্যে দেহব্যবসা হচ্ছে ফুলবাগানের মধ্যে থাকা ভূতের ঘরে, ‘আইসল্যান্ড’ নামক আরেকটি ঘর এবং মেইন সড়কের সাথে বাউন্ডারির পাশে ঘেঁষে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৮ থেকে ১০টি বেঞ্চ পাতানো হয়েছে সেখানে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ অসামাজিক অশ্লীল কার্যক্রমের সুযোগ করে দিচ্ছে পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। বিনিময়ে নিচ্ছে টাকা। ইকোপার্কে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় মাদকের রমরমা কারবার। ফুলবাগানের মধ্যে রাতভর চলে মাদকসেবনের আখড়া।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পার্কের আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন এবং ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেন টাকার বিনিময়ে এ-সমস্ত অপকর্মের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে পার্কের মধ্যে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন বলেন, গাংনী ইকোপার্কের সাথে ডিসি ও ইউএনওর মানসম্মান জড়িত, তাই এ ব্যাপারে সবাই মাথা ঘামায় না। পার্কের মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু লেখার কিংবা করার আগে আমাদের সাথে দেখা করেন।

ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ইকোপার্কের গেটের দায়িত্বে থাকা আসমাউল হুসনা বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্কের পরিবেশ ঠিক হোক। এ সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কাজ ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমনের হাত ধরেই পার্কে শুরু হয়। সুমনের দেখাদেখি জামাল বিষয়টি শিখেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। আমরা চাই পার্কে সংস্কার কাজ হোক এবং বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক, তখন এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

সচেতন মহলের দাবি, গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক এবং যারা এই সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা বলেন, পার্কটি ডিসি ও ইউএনও স্যারকে বিষয়টি অবগত করবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি

ইকোপার্কে নীলগাছ কর্তনের অভিযোগ

গাংনীর ভাটপাড়া জেলা প্রশাসক ইকো-পার্কের ঐতিহাসিক নিদর্শন অর্ধশত নীলগাছ কর্তনের অভিযোগ উঠেছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী(বিএটিবি)র এক ফিল্ড অফিসার রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে। উপজেলা প্রশাসনের অনুমোতি নিয়ে নীল গাছ কর্তন করা হয়েছে বলে জানালেও উপজেলা প্রশাসন বলছেন আমাকে এ বিষয়ে জানানো হয়নি। তবে নীলগাছ কর্তনের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জানাগেছে, গাংনী উপজেলা ভাটপাড়া জেলা প্রশাসক (ডিসি) ইকোপার্কের নীলকুঠি সংলগ্ন ঔষধি বাগানে(হার্বাল গার্ডেন) দর্শনার্থীদের জন্য কালের নীরব সাক্ষী হিসেবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল অর্ধশতাধিক নীলগাছ । বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নীলগাছ পার্কের পরিচর্যাকারীরা তা দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করেন। দর্শনার্থীরাও এখানে এসে নীলগাছ দেখে মুগ্ধ হতেন। ইতিহাসে পড়া নীল গাছ বাস্তবে দেখার সুযোগ হয়ে উঠতো অনেকের।

সেই নীলগাছ গুলো পার্ক কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো প্রকার অনুমোতি না নিয়েই কর্তন করেন বিএটিবি’র ফিল্ড অফিসার রুহুল আমিন। স্থানীদের অভিযোগ সংরক্ষণ করে রাখা গাছ গুলো ধ্বংস করে পার্কের ইতিহাস মুছে ফেলে কোম্পানীর অস্তিত্ব স্থাপন করতে চাইছেন বিএটিবি’র কর্মকর্তা কর্মচারীরা। এলকার বিভিন্ন মানুষ ঔষধি গাছ হিসেবেও ব্যবহার করতেন নীলগাছের সবুজ পাতা।

ইকোপার্কে কর্মরত আব্দুল্লাহ জানান, আমাদের নীলগাছ কর্তনের সময় আমরা বাঁধা দিয়ে ছিলাম আমাদের কথা তারা শোনেনি। হার্বাল গার্ডেন দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা সোলাইমান হোসেন জানান, অনেক নীলগাছ কর্তন করা হয়েছে। এতে হার্বাল গার্ডেনের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাস ধ্বংস করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিএটিবি’র কর্মরত ফিল্ড অফিসার রুহুল আমিন জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলাপ আলোপ আলোচনার মাধ্যমেই নীলগাছ গুলো কর্তন করা হয়েছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা ও দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্পবাস্তবায় অফিস সূত্র জানিয়েছেন, আমাদের

সাথে নীলগাছ কর্তনের বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। আগাছা পরিষ্কারের বিষয়ে কথা হয়েছিল। তবে নীলগাছ গুলো কর্তন করা ঠিক হয়নি। আমরা অনেক কষ্ট করে গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করেছি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, কালের নীরব সাক্ষী নীলগাছ পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এবং নীল গাছ এ পার্কের প্রধান আকর্ষণ। নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস থেকে বাস্তবে দেখানোর জন্য নীলগাছগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এগুলো কর্তনের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা।